গোপালগঞ্জে হত্যাকাণ্ড তদন্ত করে বিচার দাবি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের

নিজস্ব প্রতিবেদক
২১ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কর্মসূচিতে সন্ত্রাসীদের হামলা, সংঘর্ষ ও প্রাণহানির ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। গতকাল রবিবার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি বলেছে, প্রশাসন চাইলে এই অনাকাঙ্ক্ষিত সংঘর্ষ ও রক্তপাত অবশ্যই এড়ানো যেত। পাশাপাশি এ হত্যাকা-ের জন্য কারা দায়ী, তদন্ত করে বিচারের দাবি জানানো হয় সংগঠনটির পক্ষ থেকে।

বিবৃতিতে শিক্ষক নেটওয়ার্ক বলেছে, যেকোনো বৈধ রাজনৈতিক দলের যেকোনো জেলায় সভা-সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে। সরকারের দায়িত্ব কর্মসূচির নিরাপত্তা দেওয়া ও জননিরাপত্তা যাতে বিঘিœত না হয়, তা নিশ্চিত করা। সুরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এবং প্রশাসন এনসিপির সমাবেশে নিরাপত্তা তো দেয়ইনি, বরং তাদের ভুল তথ্য দিয়ে আক্রমণের মুখে ফেলেছে।

এতে আরও বলা হয়েছে, সারাদেশের তুলনায় গোপালগঞ্জকে আওয়ামী লীগের ঘাঁটি ধরা হয়। জুলাই অভ্যুত্থানের পরও ব্যাপারটা সত্য। শেখ হাসিনার পতনের পর এই গোপালগঞ্জেই সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। এমন দৃষ্টান্ত থাকার পরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা মাঠে থাকা যৌথ বাহিনী সেখানে কার্যকর কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি; বরং পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী আগে প্রতিরোধের বদলে সহিংসতা শুরু হলে গুলিবর্ষণ করেছে।

এনসিপির কোনো কোনো নেতার ফেসবুক পোস্ট পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছিল অভিযোগ করে শিক্ষক নেটওয়ার্ক বলেছে, এনসিপির চলমান ‘জুলাই পদযাত্রা’ কেন ‘মার্চ টু গোপালগঞ্জ’ হয়ে গেল, সেটিও প্রশ্নের উদ্রেক ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে সহিংসতা দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে অতিরিক্ত

বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে কিনা, তদন্তে সেটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত বলে মনে করে সংগঠনটি।

বিবৃতিতে শিক্ষক নেটওয়ার্ক বেশ কয়েকটি দাবি জানিয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- আহতদের চিকিৎসা, নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ, আইনি সহায়তা এবং সত্য উদ্?ঘাটনের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা, এনসিপির ওপর হামলার পেছনে দায়ীদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি সমাবেশে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষের কোনো গাফিলতি থাকলে তার জবাবদিহির ব্যবস্থা করা, প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে নাগরিক হত্যার দায় যাদের, তাদের চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।